মব-সহিংসতা দমনে ‘ব্যর্থতায়’ ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

দেশে চলমান মব-সহিংসতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সোমবার (১৩ এপ্রিল) দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর ‘মব কালচার শেষ’ করার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে মব-সহিংসতা দমনে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। বরং সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে মব

হামলার ঘটনা ঘটছে, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, রাজধানীর শাহবাগে ১০ এপ্রিল একদল অধিকারকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগও আমলে নেয়নি। একই দিনে রংপুরে একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনাতেও প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ১১ এপ্রিল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে এক শিক্ষককে হত্যা এবং তার আস্তানায় হামলার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে নৃশংস মব-সহিংসতার উদাহরণগুলোর একটি। এসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় দোষীদের মধ্যে দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমির ওপর হামলা এবং

পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে ‘বিচারবহির্ভূত ও অন্যায্য’ উল্লেখ করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে সাহারা চৌধুরী রেবিলের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের আহ্বানও জানানো হয়।

শিক্ষক নেটওয়ার্ক মনে করে, অতীতে মব-সহিংসতায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ ধরনের ঘটনা বাড়ছে। তারা সরকারকে কঠোর হাতে মব-সন্ত্রাস দমন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে ৪ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে—শাহবাগ, রংপুর ও কুষ্টিয়ার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার; শেখ তাসনিম আফরোজ ইমির মুক্তি; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সহিষ্ণু সমাজ গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।